জনাব স্পীকার, মায়ানমারের মুসলিম শরণার্থীদের স্বদেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও আমাদের সরকার আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করতে পারেনি বলে আমরা দুঃখিত।

ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে

জনাব স্পীকার, আমি একটি ইসলামী দলের প্রতিনিধিত্ব করি। অনেকেই মনে করেন ইসলামী দল হলেই ভারত বিরোধী হতে হবে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে ইসলামী আদর্শ আমাদেরকে ব্যক্তি হিসাবে প্রতিবেশীর সাথে যেমন সদ্ব্যবহার করতে শিক্ষা দেয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশীর সাথেও তেমনি সদ্ব্যবহার করতে বলে।

ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী। তাদের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক আমাদের কাম্য। তবে কয়েকটি কারণে আমাদের সম্পর্ক সেই পর্যায়ে নেই। দক্ষিণ তালপট্টি আমাদের প্রিয় দেশের অংশ। বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় জেগে উঠা একটি দ্বীপ। এখন সে দ্বীপে ভারতীয় পতাকা উড়ছে। সেই দ্বীপ যে আমাদের দেশের অন্তর্ভুক্ত সে কথা আমরা ভুলতে বসেছি। তিন বিঘা করিডোর আমরা যেভাবে পেয়েছি, তাকে ছেলে ভুলানো বলা চলে। ভারতের সার্বভৌমত্ব থেকে আমরা শুধু ট্রানজিটের সুযোগ পেয়েছি মাত্র। ফারাক্কা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। আর এই সমস্যা নিয়ে আমি আলোচনার জন্য সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বহু নোটিশ দিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। জানি না কোন্ কারণে ফারাক্কার বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আলোচনার সুযোগ পাচ্ছি না। ফারাক্কা বাংলাদেশের জীবন-মরণ সমস্যা, এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের শতকরা ৩৭ ভাগ এলাকার তিন কোটি মানুষ আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গার পানির উপর নির্ভরশীল। তাদের জীবন এখন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ফারাক্কার পানি প্রবাহ পূর্বের ৬৪৪৩০ কিউসেক থেকে ১৩৫১১ কিউসেকে নেমে আসে। ফলে গড়াই নদী সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে দক্ষিণাঞ্চল বিশেষতঃ শিল্প কারখানার প্রাণকেন্দ্র খুলনা ও সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ততা ও চর সৃষ্টি, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা বাংলাদেশের জন্য চরম সংকট ডেকে আনছে। ফারাক্কার কারণে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমি অর্থনৈতিক আগ্রাসন হিসাবে আখ্যায়িত করতে চাই। এই সমস্যা কেন আমরা সংসদে আলোচনা করতে পারছি না তা বোধগম্য নয়। জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত পানির স্তর দারুণভাবে নেমে যায়। এতে রবিশস্যসহ আউশ, বোরো ও পাট উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধান উৎপাদন শতকরা ৩৯ ভাগে নেমে আসে। প্রতি বছর ক্ষতির পরিমাণ সরকারী হিসাব মতে দেখানো হয়েছে ৩শ থেকে ৫শ কোটি টাকা। আর পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন সদস্যের মতে প্রতিবছর ক্ষতি হচ্ছে ২০০০ কোটি টাকা। জনাব স্পীকার, কত ফিরিস্তি দেব আপনার কাছে। এই সমস্যা সামাধানের জন্য ইতিপূর্বে ৩০/৩২ বার যৌথ নদী কমিশন ও মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে, সচিব পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে। এমন কি গত বছর শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু '৮৮ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ফারাক্কার ব্যাপারে কোন চুক্তি আমরা করতে পারিনি।

আমরা শুনেছি, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ভারতের পক্ষ থেকে জেদ ধরা হয়েছে- সংযোগ খালের সুযোগ না দিলে তারা নাকি এক ফোঁটা পানিও আমাদের দেবে না। অতএব, অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সরকার দিক-নির্দেশনা পেতেন শক্তি পেতেন, যদি এই পার্লামেন্টে ফারাক্কার ইস্যু আলোচনা হয়ে ফারাক্কার ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী দেশের মন-মানসিকতা সম্পর্কে একটি নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে এই ইস্যুটি আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপনের জন্য একটি প্রস্তাব এই সংসদ নিতে পারত। তাহলে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায়ও সরকার শক্তি পেতো। কিন্তু এই ইস্যুটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ না পাওয়ার আমি আবারও দুঃখ প্রকাশ না করে পারছি না।

মুসলিম নির্যাতন

জনাব স্পীকার, আমি এরপর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের এই পার্লামেন্টে আপনার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলিম নির্যাতনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি কৃতজ্ঞ যে, এই সংসদে গত নভেম্বর মাসে আমার এক নোটিশের ভিত্তিতে আলোচনার পর বসনিয়া হার্জেগোভিনার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু এখনো সে সমস্যার সমাধান হয়নি। আমরা গতকাল পর্যন্ত আশাবাদী ছিলাম। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সেখানে শক্তি প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজকের পত্রিকায় দেখলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর যে যুলম-নির্যাতন হচ্ছে আমাদের তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। পাশ্চাত্য জগত মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার, তারা মানবাধিকারের কথ ভুলে যায়। বসনিয়া, কাশ্মীর ও প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী নীতি পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজকে বসিনয়ায় এই দুর্দশা কেন? ইউরোপের বুকের উপরে একটি মুসলিম প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব পাশ্চাত্যের কাছে এবং ইউরোপ-আমেরিকার কাছে অসহনীয়। তাই তারা নির্বিকার। সেখানে গণহত্যা, গণধর্ষণসহ হাজারো নির্যাতনের ব্যাপারে তারা কিছুই বলে না। আমি বসনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে জার্মানীতে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি তখন বলেছিলেন আমাদের রিলিফের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন সার্বীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া অথবা আমাদের উপর থেকে অস্ত্রের অবরোধ তুলে নেয়া। আজকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশের এই পার্লামেন্টের বিবেকের কাছে আমি এই কথাটি রাখতে চাই। আসুন বসনিয়ার দিকে আমরা তাকাই, সেখানে পাশ্চাত্য শক্তি মুসলমানদের অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে। বসনিয়া হার্জেগোভিনাতে যে ঘটনা ঘটছে তা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দনীয়। গোটা বিশ্ব-বিবেকের পক্ষ থেকে সেটা নিন্দা কুড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও পাশ্চাত্য নীরব কেন? যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে ইরাকের বিরুদ্ধে যেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিল এখন সেভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? এই ব্যাটারটি আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে। পাশ্চাত্য একদিকে মুসলমানদের সরাসরি নির্মূল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, অন্যদিকে তারা কৌশলে মুসলমানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। এ ব্যাপারে তারা মৌলবাদ-অমৌলবাদের প্রশ্নটি তুলছে।